নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৭, পৃ: ৪৯-৬৩
© ২০০২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষমতার পরিসরগত ধারণার একটি প্রস্তাবনা ও পর্যালোচনা

মোঃ সুলতানুল আলম*

ক্ষমতার মাত্রাটি সামাজিক বিভিন্ন সম্পর্কের মাঝে কখনও মৃদু আবার কখনও বা জোরালো ভাবে অবস্থান করে। রাষ্ট্রযন্ত্র বা শাসক গোষ্ঠীর দাপট ও বাধ্য করা অথবা শক্তি প্রয়োগ কেন্দ্রিক ঋণাত্মক ধারণাতেই ক্ষমতার আলোচনা এখন সীমিত নেই, জ্ঞান, ন্যায্যতা বা সমাজে প্রচলিত সত্যের ধারণার মত মসৃণ ও স্বাভাবিকতার ধারণা গুলিও এখন ক্ষমতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিষয়। প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষমতা কি? এটা কি ব্যক্তির নিজস্ব কোন সম্পত্তি বা ব্যক্তি কি ক্ষমতা দখল করতে পারে? কিংবা ক্ষমতা কি হস্তান্তর যোগ্য?

ক্ষমতা নিয়ে প্রথম দিকের ভাবনা হিসাবে ১৬৫১ সালে রাজনৈতিক দর্শনের উপর টমাস হব্‌স্ এর চিন্তাধারার পরিচয় মেলে তাঁর লেখা 'লেভিয়াথান গ্রন্থে,' যেখানে সার্বভৌমত্বের ধারণার মধ্য দিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় পরিসরে ক্ষমতার ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে তিনি অসীম শক্তিধর দানবের সাথে তুলনা করেন, মানুষ যা গঠন করেছে নিজেদের প্রয়োজনের স্বার্থে। তাঁর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের নৈরাজ্য থেকে বাঁচার জন্যে জনগণ স্বেচ্ছায় তাদের স্বাধীনতা একজন সার্বভৌম শাসকের হাতে অর্পণ করে নিয়মের দাসত্বে আবদ্ধ হয়। হবসের মূল বক্তব্য হচ্ছে আদিম সাম্যবাদী নৈরাজ্য অবস্থা থেকে সুশৃঙ্খল সমাজে মানুষ এসেছে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে, রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে। দানবীয় এই রাষ্ট্র শক্তি সকলের বশ্যতা আদায় করতে পেরেছে বলেই এই সভ্যতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে ও বজায় রয়েছে। হবসের রাষ্ট্র বিবর্তনের ইতিহাস অনেকটা কল্পনা প্রসূত হলেও সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার সাথে ক্ষমতার যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তা ফুকোর ক্ষমতার ইতিবাচক বা উৎপাদনমূলক ধারণার অনুরূপ।

আঠারো শতকের সংশয়বাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৯৬২)[১] তাঁর দার্শনিক অবস্থানগত কারণেই ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে কোন কারণের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে ক্ষমতাকে পরমকারণবাদমূলক (teleological) প্রত্যয় হিসাবে অভিহিত করেন। কার্যকারণ সম্পর্কের মাধ্যমে ক্ষমতাকে না দেখে কোন ঘটনার ক্ষমতাকে সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই দেখেন কারণ হিসাবে ভিন্ন ঘটনাকে সম্পর্কিত না করে।[২] দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল (Power : A New Social Analysis, 1938) এক ধরনের পরিমাণগত ধারণায় ক্ষমতার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যেখানে ব্যক্তির প্রত্যাশিত

* এম ফিল শিক্ষার্থী, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কার্য সম্পাদনের সাথে ক্ষমতাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাঁর এই মডেলে প্রাপ্ত ফলাফলে ঐ ব্যক্তির ইচ্ছা ছিল কিনা তা দেখতে হয়। ব্যক্তি যদি প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে তবে ক্ষমতাবান, আর যদি বাস্তবায়ন করতে না পারে, তবে রাসেলের সংজ্ঞানুযায়ী সে ক্ষমতাহীন।[৩] সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার (Economy and society, 1968) অন্যের আচরণের উপর একজনের ইচ্ছা চাপিয়ে দেবার সম্ভাব্যতার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাকে দেখতে চেয়েছেন। অন্যের উপর কারো ইচ্ছা (will) আরোপণের সামর্থ্য যার যত বেশি, তার ক্ষমতাও তত বেশি। ওয়েবারের বিশ্লেষণে ক্ষমতা আইনানুগ বা বৈধ হলে তা হয় কর্তৃত্ব। অন্যদিকে বৈধতা ছাড়াও ক্ষমতার প্রয়োগ হতে পারে। তাঁর ক্ষমতার সংজ্ঞা একই সাথে বৈধ ও অবৈধ ক্ষমতা চর্চা ব্যাখ্যা করতে পারে। আর বিশেষ ধরনের ক্ষমতার উপস্থিতি তিনি আধিপত্যের ধারণায় বুঝতে চান। ম্যাক্স ওয়েবারের ক্ষমতার সংজ্ঞা বার্ট্রান্ড রাসেলের মত অভিপ্রায়িক বা ইচ্ছা পদ দিয়ে বোঝা হয়েছে, তবে তা অন্যের প্রতিরোধ কিংবা বিরোধিতা সত্ত্বেও আরোপিত বা বাস্তবায়িত হয় ।[৪] ক্ষমতার এই ধারণাকে দেখা হয় পুরোপুরি একটা আধিপত্যের ধারণার মাঝে যা রাসেলের মত না। কিন্তু বিশেষ আধিপত্যের মাঝে কর্তার ইচ্ছা ও তা চাপিয়ে দেবার অভিপ্রায় বিশ্লেষণ এবং অন্যের বিরোধিতা ও প্রতিরোধ বিচার করে ক্ষমতা বিশ্লেষণ অত্যন্ত জটিল, অস্পষ্ট এবং ব্যক্তিক। নৃবিজ্ঞানী ডেভিড ডি, গিলমোর গৃহস্থালী ক্ষমতা পুনরালোচনামূলক একটি প্রবন্ধে ওয়েবারের ক্ষমতা ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এখানে ক্ষমতাকে কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীনভাবে দেখা হয়েছে, কিন্তু বিরোধিতা সত্ত্বেও একজন তার ইচ্ছাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার কথা বলায় ওয়েবারের ক্ষমতাকে তিনি অনৈতিক বলেন।[৫] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট এ, ডাল (১৯৫৭)[৬] এর ফরমাল মডেলে ক্ষমতা হচ্ছে অন্যদের দ্বারা কাজ করিয়ে নেবার সামর্থ্য অন্যথায় যা তারা করতো না। ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে তিনি বলেন, একজন কিছু করতো না তাকে সে রকম কিছু করতে তার উপর প্রভাব খাটানোই হচ্ছে অন্য একজনের ক্ষমতা। এখানে ফলাফলের উপর প্রধানত দৃষ্টি দেয়া হয়না, প্রয়োগকারীর মনোভাবের উপরও না। ডালের সংজ্ঞানুযায়ী যতক্ষণ বিরোধিতা না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতার সম্পর্ক থাকে না।[৭] ডাল এর ক্ষমতার সংজ্ঞায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া ধরণের এক রকম কার্যকারণ ধারণা রয়েছে। রবার্ট ডাল এর ক্ষমতা মডেল অনেকটা এজেন্সী মডেলের [৮] মত যেখানে প্রত্যাশা বা অভিপ্রায় বিবেচনা অনুপস্থিত। তবে ডাল (আচরণবাদ অনুসারে)[৯] একটি সামাজিক কর্মকান্ডে ব্যক্তির আচরণের উপর প্রযুক্ত প্রভাব ঐ ঘটনার পারম্পর্যতার সাপেক্ষে বিবেচনা করায় তাঁর ক্ষমতার ধারণা হিউমের কার্যকারণ ধারণার অনুরূপ বলে তিনি দাবী করেন। ক্ষমতাকে রবার্ট ডাল 'প্রভাব' ধারণার বিশ্লেষণ করতে চান। ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাশালী শব্দ ব্যবহারের চেয়ে তিনি প্রভাবশালী প্রত্যয় ব্যবহারের পক্ষপাতী। ক্ষমতা বা প্রভাব যার উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে, ডাল তার উপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর ক্ষমতার ধারণা এজেন্ট (কর্তা) সমূহের মাঝের সম্পর্কমূলক বা রিলেশনাল।

পারস্পরিক এই সম্পর্ক ব্যক্তি, দল, জাতি-রাষ্ট্র, সরকার সমূহ, অফিস সমূহ যেখানেই হোক না কেন। দুই পক্ষের একজন অবশ্য অন্য দ্বারা বেশি শোষিত হয়। তবে স্টিফেন লিউকস, ডাল এর ক্ষমতার কিছু সমস্যা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, কারো আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কার্যকর অনুরোধ, বিশ্বাস তৈরীর মত উপদেশ, বা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মানের মত যুক্তি সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে? শক্তি প্রয়োগ বা ভয় ভীতির মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তন করাকে লিউকস বলেন যে তা শুধু একজনের থেকে অন্যজনের বেশি ক্ষমতা নয় বরং তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ (Power over)। ম্যাক্স ওয়েবার ও রবার্ট এ ডাল, উভয়ের ক্ষমতা দৃষ্টিকোণই ব্যক্তির উপর ক্ষমতা (পাওয়ার ওভার) ধারণাকে আলোকপাত করে।

ক্ষমতাকে হবস, হিউম, রাসেল, ওয়েবার ও রবার্ট ডাল নিজ নিজ অবস্থান থেকে যে ভাবে দেখেন তাতে ক্ষমতাকে ইচ্ছা পদ এবং ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট করে দেখায়। আলোচনার সুবিধার্থে এই তত্ত্বগুলো ক্ষমতার ইচ্ছামূলক মডেল এ ধরে নিতে পারি, তবে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবস্থানের পরিবর্তনের বিষয়টি এই (ক্ষমতার ইচ্ছামূলক মডেল)[১০] তত্ত্বগুলো দ্বারা স্পষ্ট করা যায় না।

হানাহ্ এ্যারেন্ডট্ (On Violence, 1969), রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষিতে 'ক্ষমতার প্রকাশ ও মূর্তকরণ' সম্পর্কিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে ক্ষমতা ব্যক্তির কোন সম্পদ না, এটা হচ্ছে দল সংশ্লিষ্ট বিষয়, এবং যতক্ষণ দল একসাথে থাকে, কেবলমাত্র ততক্ষণই এটা বিদ্যমান থাকে। যখন কারো সম্পর্কে বলা হয় যে সে ক্ষমতায় রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক জনগণ দ্বারা তার ক্ষমতায়িত হওয়াকেই ইঙ্গিত করা হয় যে তাদের সম্মতি সাপেক্ষেই কাজ করছে। দল যে মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তার ক্ষমতাও অদৃশ্য হয়ে যায় ।[১১] সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ক্ষমতার প্রকাশ ও মূর্ত করণ এবং জনগণের সক্রিয় সম্মতি যেইমাত্র তা থেকে উঠে যায় তখন তা কার্যকারীতা হারায় বা ধ্বংস হয়।[১২] হানাহ্ এ্যারেন্ডট্ এর ক্ষমতার মডেল 'কমিউনিকেটিভ' বা 'যোগাযোগমূলক'। য়ুর্গেন হেবারমাস এ্যারেন্ডট্ এর এই ক্ষমতার ধারণা সম্পর্কে বলেন যে এখানে ‟ক্ষমতার মৌলিক বিষয় অন্যের ইচ্ছার বাস্তবায়ন (instrumentalization) না বরং সম্মতিতে পৌঁছবার জন্যে যোগাযোগের মধ্যদিয়ে একটা সাধারণ ইচ্ছার গঠনের দিকে পরিচালিত।”[১৩] তাঁর মতে এ্যারেন্ডট্ এর ক্ষমতার যোগাযোগ ধারণায় একটা মতাদর্শিক উপাদান আছে। সাংস্কৃতিক জীবনের মৌলিক বিষয়রূপে তিনি আলাপচারতা বা বাচন প্রথা (প্রাক্সিস অব স্পীচ) থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যক্তিকতা বিশ্লেষণ করেছেন।[১৪] আলাপচারিতামূলক যোগাযোগ হচ্ছে এমন এক ক্রিয়া যা থেকে আন্তঃব্যক্তিকভাবে অংশীদারী জীবন-বিশ্ব (life-world) গঠিত হয়। ক্ষমতা ভাষাগত যোগাযোগ মধ্য দিয়ে গঠিত, যা বাচনের (আলাপচারিতার) যৌথ প্রভাব এবং সম্মতিতে পৌছান হচ্ছে এতে নিয়োজিত সকলের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

এ্যারেন্ডট্ প্রচলিত প্রথার বিভিন্ন কর্মকান্ডে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে চিত্রিত করেন যা সাধারণতঃ অরাজনৈতিক বিষয় হিসাবে পরিচিত। পরমকারণবাদমূলক মডেল থেকে তিনি ক্ষমতার ধারণাকে বিযুক্ত করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে তিনি পুরোপুরি প্রচলিত প্রথা, বাচনিকতায় ও যৌথ ক্রিয়ার মাঝে চিত্রিত করেন। তাঁর বিশ্লেষণে বস্তুগত বিষয়ের চেয়ে ভাষাগত আলাপচারিতা বা যোগাযোগমূলক কর্মকান্ড একমাত্র রাজনৈতিক ক্যাটেগরী হিসাবে আবির্ভূত হয়। এ্যারেন্ডট্ জোড় দিয়ে বলেন যে একটি গণ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রই বৈধ ক্ষমতা উৎপাদন করতে পারে ততটুকু যতখানি অবিকৃত যোগাযোগের কাঠামোতে তাদের প্রকাশ পথ খুঁজে পায়।[১৫] হেবারমাস এ্যারেন্ডট্কে সমালোচনা করে বলেন যে কাঠামোগত সন্ত্রাস অনুধাবনে তাঁর এই যোগাযোগ মডেল ব্যর্থ ।[১৬]

সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স এর কাছে ক্ষমতা হচ্ছে একটা ব্যবস্থায় উদ্দেশ্য অর্জনের সাধারণ উপায়। ক্ষমতাকে একটা ব্যবস্থার সাধারণ বিষয় (property) হিসাবে উল্লেখ করেন। ক্ষমতা বিশ্লেষণে পারসন্স (On the Concept of Power, in Politics and Social Structure,1967) এর দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরে ছিল অর্থকড়ির (money) ধারণা। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় টাকাকড়ি যেমন অভাব পূরণের উপায় হিসাবে কাজ করে, -- পারসন্সের মতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাও একই রকম ক্রিয়া করে।[১৭] পারসন্স অর্থ (টাকা-পয়সা) এবং ক্ষমতা উভয়কেই পরিচলন করে এমন মাধ্যম হিসাবে দেখেন। উভয়টির ক্ষেত্রেই এদের কার্যকারীতা এদের প্রকৃত মানের চেয়েও বেশি; টাকাপয়সার ক্ষেত্রে যেমন এদের দ্রব্যমূল্যের চেয়ে এদের প্রতীকী মান বা বাজারে ক্রয় ক্ষমতা বেশি, তেমনি ক্ষমতার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব, বল প্রয়োগ, ভয় দেখানো এর বৈধতা বা সম্মতির চাইতেও বেশি। টাকাপয়সার ক্ষেত্রে বাজারে এর ওঠানামার মত ক্ষমতার ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার এর প্রকৃত প্রতীকী বৈধতা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। তাঁর মতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় টাকা পয়সার প্রতীকী ভূমিকার মত রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও ক্ষমতার বৈধতা গড়ে ওঠে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ভূমিকা ও দায়দায়িত্বের মূল্যবোধগত অবস্থান থেকে। আর এই মতাদর্শিক ভিত্তির কারণেই ক্ষমতা দ্বন্দ্বপূর্ণ মেকানিজম না যা সামাজিক ভারসাম্যপূর্ণ বিন্যাস ব্যবস্থার বিপরীত। পারসন্স ব্যক্তিকে কর্তা হিসাবে দেখেন, যেখানে জীবনব্যাপী সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নৈতিক শিক্ষানুসারে নির্দিষ্ট বন্ধনপ্রবণ দায়দায়িত্বের মাঝে অন্তর্ভুক্ত থেকেও কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তি ভিন্নভাবে ক্রিয়া করতে পারে। তাঁর মতে সমাজের আদর্শিক ভিত্তির কারণেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা ভূমিকা পালনে সমর্থ। পারসন্স হবসের ধারণার বিরোধিতা করেন। হবসের মতে শক্তিশালী সরকার না থাকলে নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব না, কেননা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে মানুষ আবার প্রাক রাষ্ট্রীয় নৈরাজ্য অবস্থায় ফিরে যাবে। পারসন্স প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, এ ধরনের পরিস্থিতি কেবল তখনই হতে পারে যখন সামাজিক মূল্যবোধ ও নীতিমালা অকার্যকর থাকে। পারসন্সের সোশাল সিষ্টেমে তাই সমষ্টির ভূমিকা ও মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল। যে আদর্শিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা চর্চিত হয় তাতে ক্ষমতা চর্চাকারী ও যার

উপর তা চর্চিত হয় উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে। মিশেল ফুকোর ডিসকার্সিভ ক্ষমতা ও ক্ষমতার নেটওয়ার্কে সকলেই অবস্থান করে এই ধারণার সাথে এটা সম্পর্কযুক্ত। পারসন্সের ক্ষমতার তাত্ত্বিক কাঠামোতে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কোন স্থান নেই। তাঁর ক্ষমতার ধারণা শূন্য যোগফল (Zero-sum) প্রতিযোগিতা নয়, যেখানে একজনকে সম্পূর্ণ হারিয়েই অন্যজন জিততে পারে। তাঁর কাজ ফুকোর ক্ষমতা ধারণার 'নন জিরো সাম' ধারণা সাথে এবং ক্ষমতার উৎপাদনমূলক ধারণার সাথে সম্পর্ক দেখায়।[১৮]

এ্যারেন্ডট ও পারসন্স এর দৃষ্টিকোণ (ক্ষমতার হার্মেনিউটিক বা যোগাযোগ মডেল)[১৯] ক্ষমতাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করলেও ক্ষমতাকে এখানে সমাজে প্রচলিত মতাদর্শ, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করে ভাষা সংশ্লিষ্ট করে দেখা হয়। ক্ষমতাকে এখানে শুধুমাত্র ঐক্য বা দলবদ্ধতা এবং সম্মতির ধারণার মধ্য দিয়ে বুঝতে চাওয়ায় দ্বন্দ্ব বা বিরোধমূলক সম্পর্ক ব্যাখ্যায় তা দূর্বল।

এমিল ডুর্খেইম (দি রূলস অফ সোসিওলজিক্যাল মেথড ১৮৯৫) ক্ষমতা প্রত্যয় দিয়ে সামাজিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ না করলেও সামাজিক প্রপঞ্চ বা সোশাল ফ্যাক্ট প্রত্যয় দ্বারা তাঁর সামাজিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে ক্ষমতার এক ধরণের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। প্রত্যক্ষণবাদী ডুর্খেইমের মতে সমাজ ও সামাজিক ঘটনাবলীর একরকম ব্যক্তি নিরপেক্ষ সত্তা রয়েছে। গোষ্ঠী বা সমাজ সংগঠন সামাজিক ব্যক্তিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা "যৌথ প্রতিরূপ" প্রত্যয়ের দ্বারা তিনি ব্যাখ্যা করেন। ব্যক্তির উপর এর বাধ্যকারী ভূমিকা বা চাপ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যকে তিনি গুরুত্ব দেন। কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ ইতিহাসকে কেবল আকস্মিক ঘটনাপঞ্জি হিসাবে না দেখে এর গতিধারা বিশ্লেষণ করে দেখায়। সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে ক্ষমতা সম্পর্কের বিশ্লেষণ এসেছে শ্রেণী সম্পর্কের ধারণার মধ্য দিয়ে। শ্রেণী, শ্রেণীদ্বন্দ্ব এই প্রত্যয় ও তত্ত্বগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শিল্পবিপ্লব ও ইউরোপে পুঁজিবাদ বিকাশের নির্দিষ্ট ইতিহাসের প্রেক্ষিতে (দি জার্মান আইডিওলজি, পৃষ্ঠা ৪৪)[২০]। সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে মালিকানার ধরণের ভিত্তিতে উৎপাদন সম্পর্ক বা শ্রেণী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী শ্রেণী, যারা সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই ক্ষমতাশীল শ্রেণী এবং সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা তৈরীতে তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে। এছাড়া মতাদর্শ, ধর্ম, দর্শন, এমনকি শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি মার্কসীয় পরিভাষায় উপরিকাঠামোর উপাদান সমূহ অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর বা ভিত্তি কাঠামোর উপর গড়ে ওঠায় সে সব ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী শ্রেণীর সমর্থনকারী ধ্যান ধারণার প্রতিফলন ঘটে। মার্কস পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া স্বার্থের কার্যনির্বাহী ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করেন। রাষ্ট্রক্ষমতাকে এভাবে অর্থনৈতিক ক্ষমতায় ব্যাখ্যা করা হয়, বুর্জোয়াদের হাতে যা কেন্দ্রীভূত। ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা আসলে বুর্জোয়া

শ্রেণী দ্বারা প্রলেতারিয়েত শোষণের একটা হাতিয়ার। মার্কস মনে করেন যে সব সমাজেই অধিপতি শ্রেণী তাদের শোষণকে নিয়মিত রাখতে তাদের সহায়ক উপরিকাঠামো তথা মতাদর্শের বিষয়বস্তুও তৈরী করে। প্রতিটি সমাজেই তাই সেই সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল উপরিকাঠামোর রূপ দেখতে পাওয়া যায়। শ্রেনীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ইতিহাসে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও শ্রেণী শোষণের ধরণ ও বদলকে মার্কস উৎপাদন বা অর্থনীতি ভিত্তিক ধারণার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন (মার্কস ১৮৫৯ :মুখবন্ধ)।

দার্শনিক ও সক্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আনতোনিও গ্রামসি (সিলেকশনস ফ্রম দি প্রিজন নোট বুকস, ১৯২৯-৩৫, প্রকাশ ১৯৭১) ধ্রুপদী মার্কসবাদী ব্যাখ্যা থেকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন যে বুর্জোয়াদের ক্ষমতার উৎস নিছক অর্থনৈতিক না। গ্রামসির মতে শ্রেণী আধিপত্য শুধুমাত্র দমন বা চাপ প্রয়োগের মধ্য দিয়েই বজায় থাকে না বরং সম্মতির মধ্য দিয়েও তা বজায় থাকে। সম্মতির মধ্য দিয়ে প্রাধান্যশীল শ্রেণীর আধিপত্য চর্চা ব্যাখ্যা করতে গ্রামসি 'হেজেমনি' ধারণা ব্যবহার করেন। গ্রামসি 'হেজেমনি'কে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বা দার্শনিক নেতৃত্ব হিসাবে দেখেছেন যেখানে কর্তৃত্বশীল বা প্রবল শ্রেণীর ধ্যান ধারণা, জীবন দর্শন, মূল্যবোধ শাসিত বা অপরাপর শ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের জন্যে গ্রহণ করে। গ্রামসি লিখেছেন, শাসক শ্রেণী নিজে অনুপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের কমনসেন্স এর ভিতর তার নিজস্ব মতাদর্শ ও শাসনের একটা অবারিত, অবিকল্প বাস্তবতা নির্মাণ করে।[২১] এভাবে শাসক গোষ্ঠীর শ্রেণী আধিপত্য শাসিত জনগণের মতাদর্শিক ক্ষেত্রে এমনকি তাদের চিন্তা প্রক্রিয়াতেও কাজ করে। ক্লাসিকাল মার্কসবাদে ভিত্তিকাঠামো ও উপরিকাঠামোকে যেভাবে অনেকটা যান্ত্রিকভাবে নির্ধারিত দেখা হয়, গ্রামসি সেভাবে দেখেন না। গ্রামসি প্রাধান্যশীল গোষ্ঠীর হেজেমনিক অবস্থানকে মতাদর্শের বলয়ের সাথে তুলনা করেছেন যা এক ধরণের 'প্রতিরক্ষা বলয়' তৈরী করে রাখে।[২২] গ্রামসির ক্ষমতার ধারণায় তাই অর্থনীতির চাইতেও হেজেমনি বা লোকমানসের উপাদান হিসাবে মতাদর্শ কিংবা স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায় বোধ বা নীতিবোধ ও চিন্তা প্রক্রিয়া গুরুত্ব পেয়েছে।

এ্যানথনি গিডেনস্ (New Rules of Sociological Method, 1976) এর ক্ষমতার তত্ত্ব কাঠামোয়ীকরণ তত্ত্ব ('structuration theory') হিসাবে পরিচিত যেখানে কাঠমোগত ও ক্রিয়ামূলক ধারণার সংশ্লেষ করা হয়েছে।[২৩] কাঠামো ও ক্রিয়া দুটি পৃথক বিষয় হওয়ায় গিডেনস্ এটাকে একটা দ্বৈততায় পুনঃনির্মাণ করেন, যেখানে কাঠামো ও ক্রিয়া পরস্পর অন্তঃপ্রবিষ্ট। তিনি এটাকে বলেন কাঠামোর দ্বৈততা ('duality of structure')। 'কাঠামোর দ্বৈততা' কাঠামোর উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন উভয় বৈশিষ্ট্যকে একটির উপর অন্যটি স্থাপন করে। গিডেনস্ এর ক্ষমতা ধারণায় মানব কর্তা (এজেন্সী) ধারণা শক্তিশালী। কর্তা কাঠামো উৎপাদন করে, সেই কাঠামো আবার অন্যান্য মানুষ জনের উপর ক্রিয়া করে। তবে পূর্ব থেকে ক্ষমতায় বিদ্যমান ব্যক্তিরাই কাঠামো তৈরী করতে পারে যে কাঠামো

আবার সেই ক্ষমতাকেই পুনরুৎপাদন করে। গিডেনস্ এর ক্ষমতা ধারণায় কর্তাকে পূর্ব থেকেই ক্ষমতার সাথে যুক্ত করে ধরা হয় যা ডেভিড হিউম এর ক্ষমতা ধারণার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। ক্ষমতাই যেন ক্ষমতার কারণ। গিডেনস্ এর কাছে এ বিশ্ব সক্রিয় কর্তার ক্রিয়ায় নির্মিত।[২৪] তাঁর মতে সকল সামাজিক মিথষ্ক্রিয়াতেই ক্ষমতার ব্যবহার রয়েছে, কেননা সকল মিথষ্ক্রিয়াই কাঠামোর উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের সাথে যুক্ত। গিডেনসের কাঠামোয়ীকরণ তত্ত্বের মূলে হচ্ছে, লোকজন কাঠামো অনুসারে চলে কেননা তারা তা জানে, যেমন ট্রাফিক আইন রাস্তা চলার নিয়মনীতি লোকজন জানে বলেই তারা তা পালন করে।[২৫] গিডেনস্ এর কাঠামোর দ্বৈততার ধারণা (কর্তা) ব্যক্তি স্বাতন্ত্রিক অবস্থান দেখাবার পাশাপাশি সাধারণ লোকজনের স্বেচ্ছামূলক ক্রিয়াও (অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্যকৃত এমন না) আলোচনা করে। এজন্যে তাঁর ক্ষমতার তত্ত্ব দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিপরীত। তাঁর ক্ষমতা ধারণা অন্তর্নিহিতভাবে নির্যাতনমূলক না, অথবা ক্ষমতাকে তিনি স্বাধীনতা বা মুক্তির বাঁধারূপেও দেখেননি, বরং এটা একটা মাধ্যম । গিডেনস্ এর ধারণা ফুকোর ইতিবাচক ক্ষমতা ধারণার মত। তাঁর মতে নিহিতার্থ (meaning) ও আদর্শের মত ক্ষমতা সামাজিক জীবনের একটা অখন্ড উপাদান। কাঠামো ক্ষমতা সম্পর্ক তৈরীর একটা উপায় যা বিভাজিত হতে পারে আইন, নিয়ম, ও উপায় রূপে। গিডেনস্ অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেন এ জন্যে যে তা মানব কর্তাকে প্রান্তিকীকরণ করে। একইভাবে গিডেনস্রে ক্ষেত্রেও বলা যায় যে তিনি মানব কর্তাকে শক্তিশালী অবস্থানে এনে বস্তুগত কাঠামোকে প্রান্তিকীকৃত করেছেন। গিডেনসের ধারণায়নে ক্ষমতা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চর্চিত হয়; অর্থাৎ তা কাঠামোর মধ্য দিয়ে চর্চা হয়।[২৬] কাঠামোর অনুপস্থিতি মানে ক্ষমতার অনুপস্থিতি। ক্ষমতাকে এভাবে রূপান্তরণশীল বিষয় হিসাবে দেখা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিপতি হওয়া মানে ক্ষমতা থাকা। তবে এই ক্ষমতা পুঁজিপতি ও শ্রমিকের আকস্মিক মিথষ্ক্রিয়া থেকে না হয়ে উঠে আসে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের বিশ্বাস ও আদর্শিক প্রতিশ্রুতি থেকে। এটা হচ্ছে আসলে একটা পুঁজিবাদী কাঠামোর সম্পদ, যেখানে কর্তা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে জোর খাটায় ও আচরণ অনুশীলন করে ।[২৭]

ডুর্খেইম, মার্কস, গ্রামসি ও এ্যানথনি গিডেনস্ এর ক্ষমতা সম্পর্কিত চিন্তায় (ক্ষমতার কাঠামোগত মডেল)[২৮] ব্যক্তির ক্ষমতা অবস্থান ও ব্যক্তির আচরণের নির্ধারক হিসাবে সমাজে বিদ্যমান বস্তুগত ও ধারণাগত কাঠামোকে দায়ী করা হয়েছে। কাঠামোগত বিন্যাসের মাঝেই ক্ষমতা চর্চিত হয় এবং কাঠামো রচনায় ব্যক্তির কর্তৃসত্ত্বাকে স্বীকার করা হলেও এর নির্ধারক হিসাবে শ্রেণীসত্ত্বাকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

মিশেল ফুকো (১৯৭২, ১৯৭৭) ক্ষমতাকে ব্যক্তি বহির্ভূত বিষয় হিসাবে দেখান। সামাজিক পরিসরে বিস্তৃত ক্ষমতার এমন সব সূক্ষ্ম উপস্থিতি ও প্রয়োগ প্রণালী তিনি উন্মোচন করেন আপাতভাবে যা চোখে পড়ে না। ক্ষমতার কেন্দ্রের ধারণার

বিপরীতে তিনি বলেন যে ক্ষমতা জালের মত সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তাঁর মতে ক্ষমতা কখনও বৈশ্বিকভাবে উদ্ভাসিত হয় না বরং স্থানিক পর্যায়ে 'মাইক্রো পাওয়ার' হিসাবে উদ্ভাসিত হয়।[২৯] মিশেল ফুকো ক্ষমতার কোন সাধারণ তত্ত্ব নির্মানের চেয়ে সমাজ ও ইতিহাসে এর নানাবিধ প্রকাশ ও ব্যবহার অবলোকন করেছেন। ফ্রেড্রিক নীটশের ব্যক্তির ক্ষমতা স্পৃহাকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ ফুকোর আলোচনার বিষয় না। বরং সমাজে সত্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত বা উৎপাদিত হয় কিংবা ক্ষমতার আনুকূল্যে কি ধরণের জ্ঞান চর্চা বিকশিত হয়, তা ছিল ফুকোর বিষয়। সার্বভৌমিকতার বাইরে যে ক্ষমতা; ফুকো তাকে 'ডিসিপ্লিনারী পাওয়ার' বা 'শৃঙ্খলামূলক ক্ষমতা' বলেছেন। 'ডিসিপ্লিন এ্যান্ড পানিশ' গ্রন্থে শৃঙ্খলা প্রযুক্তিকে ফুকো পরিবার, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, কারখানা, সেনা ব্যারাক প্রভৃতিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে আধুনিক সমাজ হচ্ছে শৃঙ্খলা বিধানকারী সমাজ এবং উনিশ শতকের প্রথম থেকে এর ফলে আধুনিক সমাজ হয়েছে আরো বেশি সুশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রিত। আধুনিক শৃঙ্খলা ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তদারকি বা সার্বক্ষণিক নজর রাখা এবং দৈহিকভাবে শাস্তি প্রদান না করেও একটা উচ্চ মাত্রার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। ফুকোর মতে ক্ষমতার কৃৎকৌশলগুলির আধুনিক প্রকরণ ইদানিং জন্ম, মৃত্যু, যৌন সম্পর্ক, ব্যধি, স্বাস্থ্যবিদ্যা প্রভৃতি জীবন-প্রক্রিয়ার যাবতীয় অনুষঙ্গের জন্যে দায়িত্ব নেয়।[৩০] ফুকো বলেন যে, কোন বিষয়ের সত্যতা, কিংবা মিথ্যাত্ব ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত হয়। বিষয় হিসাবে ডিসকোর্সের সত্য-মিথ্যা নিয়ে ফুকো প্রশ্ন তোলেননি -বরং ডিসকোর্সের উদ্ভব ও ব্যবহার ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করে ডিসকোর্সের সাথে ক্ষমতার প্রত্যক্ষ সংযুক্ততাকে স্পষ্ট করে দেখান। তাঁর মতে ১৭ শতকের আগে ডিসকোর্স ছিল না, এর উদ্ভব আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিকায়ন, যুক্তিভিত্তিক পরিকল্পনা ইত্যাদি পটভূমিকায়। ফুকোর বক্তব্য হচ্ছে ডিসকোর্স তৈরী করে ডিসিপ্লিন আর সেই ডিসিপ্লিন ধীরে ধীরে একটা বৈধতা ও সামগ্রীকতায় পৌঁছায়। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান যে ক্ষমতা সত্য উৎপাদন করে আর ফলস্বরূপ সত্য পুনরুৎপাদন করে ক্ষমতাকে। 'সত্য' এভাবে ক্ষমতা ব্যবস্থার একটা চক্রাকার সম্পর্কের সাথে যুক্ত। জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্পর্ক পাঠ করে ফুকো দেখান যে ক্ষমতার অনুশীলণ নতুন নতুন জ্ঞান বা জ্ঞানের বিষয় তৈরী করে যা পরে ডিসকোর্সে পরিণত হয়, এবং সেই জ্ঞান বা ডিসকোর্স সেই ক্ষমতাকে আবার শক্তিশালী করে। বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের কাছে সাধারণ জনগণের ক্ষমতাহীনতা বিশ্লেষণ করতে যেমন ফুকো বলেন, একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা রোগী বা সাধারণ মানুষের নেই। ফুকো বিশ্লেষণ করে দেখান যে ক্ষমতা যখন থেকে নতুন নতুন কৃৎকৌশল নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে- তখন থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা বিকশিত হয়েছে। বিজ্ঞান অহরহ নতুন নতুন সত্য উৎপাদন করে চলেছে, আর ঐসব সত্যের কাছে আমরা প্রতিনিয়ত আত্মসমর্পণ করে চলেছি। ফুকো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মানুষের ক্ষমতার বিষয়ে পরিণত হওয়াকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি

আলোচনা করে দেখান যে, ক্ষমতার বাইরে কেউ থাকে না বা থাকতে পারে না। ফুকো সমাজে ব্যক্তির অধস্তনতার বিভিন্ন প্রকরণ বিশ্লেষণ করে দেখান যে, তা ব্যক্তিকে কেবল এর অধীনস্ত করে না, ব্যক্তি নিজেও নিজেকে অধীনস্ত করে। স্বনির্মাণ বা আত্মতার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখান যে, আমরা যে জাতিগত, জাতীয়তামূলক, ও সমষ্টিগত পরিচয়ে আবদ্ধ তা এক রকম সাবজেক্টিফিকেশন বা আত্মতা, বা অধীনকরণ। সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধ, নৈতিকতা, জ্ঞানতত্ত্ব বা ডিসকোর্স অনুযায়ী ব্যক্তি নিজেই নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা গঠন করে।

মিশেল ফুকো (ক্ষমতার উত্তরাধুনিক মডেল)[৩১] ক্ষমতাকে (ক্ষমতার মাইক্রোপলিটিক্স)[৩২] বিষয়ীগত বা ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে না ধরে সবাই যে প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার অধিনস্ত হয় বা ক্ষমতার নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত থাকে তা ব্যাখ্যা করেছেন। ক্ষমতার এই নেটওয়ার্ক কম-বেশি স্থায়ী বা স্থানান্তরণশীল নেটওয়ার্ক যা ডিসকোর্সের মাধ্যমে নির্মিত। নেটওয়ার্কের অনেক বিন্দুতেই আবার প্রতিরোধের বিন্দু থাকে। ফুকোর ক্ষমতা ধারণার মূল হচ্ছে ক্ষমতার এই নেটওয়ার্কের বা সম্পর্কের পরিবর্তনশীল প্রকাশ।[৩৩] ইতিহাসে ক্ষমতার প্রকাশ কখনও সার্বভৌমিকতায়, কখনও সমাজে সূক্ষ্ম তন্তু পর্যন্ত (capillary power)[৩৪], কখনও শৃঙ্খলামূলক ক্ষমতা, এবং জৈব ক্ষমতা (bio-power)[৩৫] হিসাবে প্রকাশ পায়, যেখানে ব্যক্তির দেহ শাস্তির বিষয় হওয়া থেকে শুরু করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী ব্যবস্থার বিষয়বস্তু হয়। সামাজিক (surveillance)[৩৬] শৃঙ্খলা বিধানের অভিনব কৌশল ও নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে যৌনতা, সুস্থতা ইত্যাদির ডিসকোর্স তৈরী হয় এবং ব্যক্তি পরিণত হয় ক্ষমতার বিষয়ে। ব্যক্তির ক্ষমতার বিষয়ে পরিণত হওয়াকে ফুকো যেভাবে ব্যাখ্যা করেন, তাতে ব্যক্তির কর্তৃসত্ত্বাকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ক্ষমতার পরিসরগত ধারণার একটি প্রস্তাবনা ঃ

ক্ষমতাকে সম্পর্কের পরিসরে (রিলেশনাল) দেখা যেতে পারে। বিশেষ সম্পর্কের ধরণকে বিশেষ ধরণের পরিসর কল্পনা করা যায়। যেমন, স্কুলে ছাত্রদের নিজেদের বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক অথবা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, কিংবা পরিবারে বাবা-মা ও অন্যান্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক আলাদা আলাদা পরিসর। পরিসর এখানে ভৌগলিক বা স্থানগত অর্থে না, বরং তা সম্পর্কের ধরণগত। সম্পর্কের ধরণ মতাদর্শিক নির্মাণ এবং প্রত্যাশিত আচরণ অনুযায়ী বা তার অনুপস্থিতি কিংবা বিরোধী হতে পারে যা ভাষার মাধ্যমে ব্যক্তিতে বা সমাজে নির্মিত হয়ে থাকে। সামাজিক ব্যবস্থার উপাদান সমূহের (বস্তুগত ও ধারণাগত) নতুন বিন্যাস নতুন সম্পর্ক ও ভিন্ন একটা পরিসর বা ক্ষমতা সম্পর্ক তৈরী করে। পরিসরের ভিন্নতায় ক্ষমতার ধরণও ভিন্ন হবে। একই কারণে এক একটি পরিসরে ক্ষমতার উপাদানগুলোর বিন্যাস ও তাই ভিন্ন হবে। আর আলাদা আলাদা পরিসরে বা

বিন্যাস ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন উপাদান শক্তিশালী ক্ষমতা উপাদান হতে পারে। একটি বৃহৎ সম্পর্কের পরিসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন বিন্যাস ব্যবস্থা থাকলে ক্ষুদ্র পরিসরে ভিন্ন ক্ষমতা দেখা যাবে যা বৃহৎ পরিসরের মাঝেই আলাদা পরিসর। এজন্যে একটা নির্দিষ্ট আধিপত্যের সম্পর্কের মাঝেও আধিপত্য বিরোধী ক্ষমতা ক্ষুদ্র পর্যায়ে হলেও থকতে পারে।

কাজেই ক্ষমতা কোন অধিবিদ্যক বা ধরা ছোঁয়ার বাইরের বিষয় না যে একটা কল্পিত ক্ষমতা বলয়ে আছে ধরে নিয়ে আশা করা যাবে যে এর অভ্যন্তরস্থ সকল উপাদানের উপর তার প্রভাব সবসময় একই রকম। ক্ষমতার বিদ্যমানতা বরং প্রকাশিত হয় বস্তুগত ও ধারণাগত বিন্যাস বা আয়োজনের উপর ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এর প্রকাশ পরিসর ভিন্নতায় ভিন্ন এবং সেই পরিসরের বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদান এবং কাঠামোগত ও বিষয়ীগত বা কর্তৃসত্তার সাথে সম্পর্কের প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া নির্ভর।

ক্ষমতার মাত্রাটি সব সময়ই একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করে। সমাজে কাঠামোগত ভাবে ব্যক্তি সব সময়ই ক্ষমতার অধীন, তবে তা সব সময়ই বাধ্যকৃত না, অনেক সময় ব্যক্তি নিজেও নিজেকে অধীনকরণে সম্পৃক্ত করে। ব্যক্তির নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণের এই বৈশিষ্ট্যকে সিগমুন্ড ফ্রয়েড সুপার ইগোর ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। কর্তার আত্মগত ক্ষেত্রেও ক্ষমতার এই ক্রিয়াশীলতা মিশেল ফুকো নিজেই নিজেকে অধীনকরণ (সাবজেকক্টিফিকেশন) ধারণাব মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। কোন একটি সম্পর্কের পরিসরে বিষয়ীগত এই উপাদান কাঠামোগত উপাদানের চাইতেও শক্তিশালী হতে পারে। কোন পরিসরে কাঠামোগত উপাদানের বস্তুগত বৈশিষ্ট্য ও ধারণাগত বৈশিষ্ট্যের বিন্যাসে কিছু উপাদান শক্তিশালী উপাদান হিসাবে কাজ করে। একটি বিশেষ সম্পর্কের ধরণে বা পরিসরে তাই নির্দিষ্ট ধরণের উপাদানকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা উপাদান হিসাবে পাওয়া যাবে, অন্যান্য উপাদানের প্রভাব থাকলেও সবগুলোই একইরকম শক্তিশালী অবস্থানে থাকবেনা।

পরিসরগত ক্ষমতা ধারণার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য এভাবে বলা যেতে পারে ঃ

- ক্ষমতা পরিসরগত, অর্থাৎ ক্ষমতার প্রসঙ্গ (রেফারেন্স) হিসাবে নির্দিষ্ট সম্পর্কের ধরণ বলতে হবে।
- পৃথক (সম্পর্কের) পরিসরে ক্ষমতার ধরণও পৃথক।
- কাঠামোগত (বস্তুগত ও ধারণাগত) এবং বিষয়ীগত (আত্মতা) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা কাজ করে ।
- পারস্পারিক সম্পর্ক যে বিষয় নির্ভর, সেই প্রক্রিয়ার ফলই হচ্ছে ঐ পরিসরের ক্ষমতা, যা আবার সেই সম্পর্ক বা বিন্যাস ব্যবস্থা ধরে রাখতে চায় ।

- একটা বৃহৎ ক্ষমতার পরিসরের যদি ভিন্ন ক্ষুদ্র সম্পর্কের ধরণ থাকে, তবে সীমিত পরিসরে সেই বিন্যাস ব্যবস্থা নির্ভর ভিন্ন ক্ষমতা ক্রিয়াশীল থাকবে।
- এক এক ধরণের বিন্যাস ব্যবস্থায় এক এক ধরণের উপাদান শক্তিশালী অবস্থানে থাকে বা এক একটি সম্পর্কের পরিসর এক একটি বিষয় কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। তাই ক্ষমতার বিভিন্ন উপাদান থাকলেও একটি পরিসরে উপাদানের কেন্দ্রিকতা থাকে বা পরিসর প্রেক্ষিতে ক্ষমতার কেন্দ্রীয় উপাদান থাকে।

পরিসরগত ক্ষমতা ধারণাটির পর্যালোচনা ঃ

ডেভিড হিউম কোন একটি সামাজিক সম্পর্কে ক্ষমতাকে যেমন সেই সম্পর্কের প্রেক্ষিতেই বিবেচনা করেন, পরিসরগত ক্ষমতা ধারণাতেও ক্ষমতাকে নির্দিষ্ট (সম্পর্কের) পরিসরের সাপেক্ষে বিবেচনা করা হয়। ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত বিষয় না ধরে একটা প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়। হানাহ্ এ্যারেন্ডট্, ও পারসন্স (ক্ষমতার হার্মেনিউটিক বা যোগাযোগ মডেল) ভাষাতে যেভাবে প্রচলিত প্রথা, মূল্যবোধ বা মতাদর্শের সাথে যুক্ত করে এবং কেবলমাত্র ঐক্যে সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসাবে দেখেন, পরিসরগত ক্ষমতায় সেভাবে দেখা হবে না। ব্যক্তির আচরণে কাঠামোগত (বস্তুগত ও ধারণাগত) প্রভাবকে গুরুত্ব দেয়া হলেও ব্যক্তির কর্তৃসত্তাকে স্বীকার করা হয়। কর্তৃসত্তাকে গ্রামসিয় হেজেমনির ধারণার মাধ্যমে বলা যায় যে সমাজে বাস করেও সকল সদস্যই একই রকম হেজেমোনাইজড না। একটা বৃহৎ পরিসরের অন্তর্ভূক্ত ক্ষুদ্র পরিসরও (যেহেতু সম্পর্কের ধরণটাই ভিন্ন, তাই নির্দিষ্ট গন্ডি অব্দি) বৃহৎ পরিসরের প্রতি প্রতিরোধ প্রবণ বা চ্যালেঞ্জ করতে পারে। জেমস্ সি স্কটের[৩৭] প্রতিরোধের প্রাত্যহিক ধরণে যেভাবে কামলা কৃষকদের ধনী কৃষকের অনুপস্থিতিতে (নিজেকে বাঁচিয়ে পরোক্ষ প্রতিরোধ) তার সমালোচনায় অংশগ্রহন, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা, কিংবা দ্রব্য সামগ্রী ইচ্ছাকৃত ধ্বংস সাধন (ক্ষমতার) প্রতিরোধের প্রকাশ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, একই ভাবে ক্লাসে শিক্ষকের অনুপস্থিতে ছাত্রদের বিশৃঙ্খল অবস্থার বিশ্লেষণে তা ব্যবহার করা যায়।[৩৮] পরিসরগত ধারণায় ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত করে না দেখে নির্দিষ্ট সম্পর্কের প্রেক্ষিতে বুঝতে চাওয়া হয়। কেননা এক পরিসরে কেউ ক্ষমতাহীন হলেও ভিন্ন পরিসরে সে কর্তৃত্বশালী অবস্থানে থাকতে পারে, ক্ষমতার পরিসর যত ক্ষুদ্রই হোকনা কেন। এখানে ক্ষমতাকে কোন এক বা কিছু নির্দিষ্ট উপাদান নির্ভর না ধরে ক্ষমতার বিবেচ্য উপাদান পরিসর সাপেক্ষে উন্মুক্ত রাখার প্রস্তাব করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা একভাবে ক্ষমতার বহু উপাদান নির্ভর ধরণাকে সমর্থন করলেও ফুকোর কেন্দ্রহীন ক্ষমতার ধারণাকে সমর্থন করেনা। ক্ষমতার এই দৃষ্টিকোণ বরং একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় শক্তিশালী উপাদান থাকাকে সমর্থন করে যা সেই (সম্পর্কের) পরিসরে শক্তিশালী ক্ষমতা উপাদান হিসাবে ক্রিয়া করে। এতে করে পরিসর ভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন উপাদান কেন্দ্রীয় ক্ষমতা উপাদানের ভূমিকা পালন করে। (যেমন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের বিপরীতে রোগী, আবার রাষ্ট্র কাঠামোর

বিপরীতে কোন ব্যক্তি নাগরিক কিংবা সন্ত্রসী কর্মকান্ডের কোন ক্ষণিক পরিসরে অস্ত্রধারী ও সাধারণ ব্যক্তি) পরিসরগত ধারণায় ব্যক্তির কর্তৃসত্ত্বাকে স্বীকার করে নেয়া হয়, ফলে ব্যক্তির ক্ষমতা অবস্থান কাঠামো দ্বারা হলেও ক্ষমতা সম্পর্কে ব্যক্তি পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় না। এ জন্যে আধিপত্য চর্চা বা নির্যাতনকারী অবস্থান কিংবা এতে সহায়তা বা সম্মতি অথবা বিরোধিতা বা প্রতিরোধমূলক (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ) অবস্থানে ব্যক্তির সম্পাদিত অবস্থান থেকে সে দায়মুক্ত থাকে না। (কেননা নিষ্ক্রিয় দর্শকও আসলে ঐ ঘটনায় একভাবে অংশগ্রহণকারী)

উপসংহার ঃ

পরিসরগত ক্ষমতা ধারণায় সম্পর্কের পরিসরের দিকে আলোকপাত করা হয় যা কেবলমাত্র কাঠামোগত ভাবে রচিত হয় না, বরং একটি বিন্যাস ব্যবস্থার বস্তুগত ও ধারণাগত উপাদান এবং অন্তর্ভুক্ত বিষয়ী বা ব্যক্তির কর্তৃসত্ত্বাকে গুরুত্ব দেয়। এ দৃষ্টিকোণ একটি নির্দিষ্ট পরিসরে ক্ষমতার শক্তিশালী উপাদানকে চিহ্নিত করতে পারে। একটি সম্পর্কের গতিময়তা বা চলমানতা এখানে বুঝতে চাওয়া হয়। ক্ষমতার পরিসরগত ধারণা তাই পরিসর (সম্পর্কের ধরণ) ভিন্নতায় ব্যক্তির অবস্থান কিংবা আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারে এবং সেখানে শক্তিশালী ক্ষমতা উপাদানকে চিহ্নিত করতে পারে। শুধু শ্রেণী প্রত্যয় দিয়ে ক্ষমতা চর্চা ব্যাখ্যা করলে একটি সম্পর্কের নির্যাতীত বা শোষিতরাও যে ভিন্ন নিজ নিজ পরিসরে যে আবার দাপুটে বা নির্যাতকের ভূমিকা পালন করে, তা এতে অস্পষ্ট থেকে যায়।

ক্ষমতার পরিসরগত দৃষ্টিকোণ, সম্পর্কের ধরণটি ঐক্য নাকি দ্বন্দ্বমূলক তা বুঝতে চায় এবং এখানে মনে করা হয় যে আলাদা আলাদা পরিসরে ক্ষমতার কেন্দ্রীয় উপাদান ভিন্ন। একটি পরিসরে সম্পর্ক তথা ক্ষমতা অবস্থানকে স্থবির না ধরে গতিশীল ধরা হয়। একটি পরিসরে কাঠামোগত কিংবা বিষয়ীগত বা ব্যক্তির কর্তৃসত্ত্বামূলক উপাদানের পরিবর্তন সেই বিন্যাস ব্যবস্থা তথা সম্পর্কের ধরণে পরিবর্তন নিয়ে আসে যা পরিসরের রূপটি পাল্টে দিয়ে ক্ষমতার ধরণেও পরিবর্তন আনে। যে কোন পরিসরেই ক্ষমতাকে তাই এখানে দৃঢ়বদ্ধ বা অনড় মনে করা হয় না।

ক্ষমতার কয়েকটি তত্ত্ব ও ধারণা আলোচনার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাকে কিভাবে পরিসরগতভাবেও চিন্তা করা যায়, তার একটা প্রস্তাবনা এখানে করা হল। সকল ধরণের সামাজিক সম্পর্কে ক্ষমতার একই রকমের প্রকাশ যে থাকে না, এমন একটি তাগিদ চিন্তাকে এদিকে পরিচালিত করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষমতার নাগপাশ থেকে কি কখনও মুক্তি নেই? ফুকো জৈব ক্ষমতা (বায়ো-পাওয়ার) আলোচনার প্রেক্ষিতে বলেন, আত্মহত্যা ক্ষমতা সম্পর্কের সীমাকে প্রতিপাদন করে, ‘‘মৃত্যু হচ্ছে ক্ষমতার সেই সীমা যে মুহূর্তে তা এটাকে ছেড়ে যায়’’।[৩৯] সমাজে নানা ধরনের শৃঙ্খলা প্রক্রিয়ায় মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, তবে কেবল

পাগলামী আচরণকেই হয়তো তা আবদ্ধ করতে পারে না। মনবৈকল্য বাস্তবেই যদি ঘটে তবে ক্ষমতার সক্রিয়তা সেখানে নিষ্ক্রিয়, আর যদি তা ইচ্ছাকৃত ভান হয়, তবে তা ক্ষমতার প্রতিরোধ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষমতার পরিব্যপ্তি ব্যক্তির চৈতন্য ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে, যে স্থান থেকেই উঠে আসে বিরোধিতা বা প্রতিরোধ।

তথ্যসূত্র ঃ

১ Hume, David An Enquiry Concerning Human Understanding, Oxford, (1962), p-77

২ Chappell, V. C. (ed.) Hume, London, Macmillan, 1968, p-129, সূত্র : দর্শন ও প্রগতি, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন-ডিসে-১৯৮৯, দাস, কালী প্রসন্ন, কার্যকারণ প্রসঙ্গে হিউম, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৩

৩ রাসেল, বার্ট্রান্ড, (১৯৬৭) পাওয়ার, এ নিউ সোস্যাল এনালাইসিস, ইউনিয়ন বুকস, লন্ডন ।

৪ Lukes, Steven, Introduction, in 'Power', ed. by Lukes, S. p- 2

৫ Gilmore, David D, Men and Women in Southern Spain : "Domestic Power" Revisited in American Anthropologist, 92, 1990, p-954.

৬ Dhal, Robert, 'The concept of Power', Behavioral Science, 2 (1957), p-201-15, in Lukes, Steven (ed.), 'Power', p-2

৭ Clegg, S. R. 'Frameworks of Power', Sage Publications Ltd. London, p-51, 52

৮ ibid, p- 39

৯ আচরণবাদ ঃ জন ব্রডাস ওয়াটসন (১৯১৩) প্রবর্তিত মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ যা মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াপ্রণালী সংজ্ঞায়নে দৃশ্যমান আচরণগত তথ্যের উপর গুরুত্ব দেয়। (১৯৫০ ও ৬০ এর দশকের প্রাধান্যশীল) মনোবিজ্ঞানের এই স্কুল সহজাত জ্ঞানের সম্ভাব্যতার চাইতে শেখা আচরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে এবং শিখন প্রণালীকে ব্যাখ্যা করে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া ধরনে বা পুরস্কার ও শাস্তি প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে, মানসিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত না করে। ওয়াটসন, স্কীনার, প্যাভলভ প্রমুখ এই ধারার বিকাশ করেন ।

১০ ক্ষমতাকে এখানে পুরোপুরিভাবে ব্যক্তির ইচ্ছা ও কৌশলের সাথে সংযুক্ত করে চিন্তা করা হয়। এ ধরণের দৃষ্টিকোণ ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে বিস্তৃত হতে পারে যদি তা ব্যক্তি ইচ্ছার সমন্বিত একক হয়, দেখুন জেফরি আইজ্যাক এর লেখা কনসেপশন অফ পাওয়ার, এ যা মেরী হকস্‌ওরথ ও মরিস কোগান সম্পাদনায় রুটলেজ প্রকাশিত (১৯৯২) এনসাইক্লোপেডিয়া অফ গভারনমেন্ট এ্যান্ড পলিটিক্স এ অন্তর্ভুক্ত।

১১ Arendt, Hannah, Communicative Power, in 'Power', ed. by Lukes, S. p-64

১২ Arendt, Hannah, On Violence, in 'Power', ed. by Lukes, S. p-77-78

১৩ Habermas, Jurgen, Hannah Arendt's Communicative concepts of Power, in Lukes, S. 'Power', p-76

১৪ ibid, p-78

১৫ ibid, p-79

১৬ ibid, p - 84

১৭ ibid, p-76

১৮ Clegg, S. R. 'Frameworks of Power', Sage Publications Ltd. London, p – 15

১৯ Clegg, S. R. 'Frameworks of Power', Sage Publications Ltd. London, p – 138

২০ Poulanitzas, Nicos, Class Power, in Lukes, Steven, Introduction, in 'Power', ed. by Lukes, S. p- 151

২১ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু, মূল্যবোধের সংকট ও আনতোনিও গ্রামসি, মার্কসীয় দর্শনের এক ভিন্ন প্রতিবেদন, সূত্র ঃ অমৃতলোক, ৮১ সংখ্যা, ১৯৯৮ ।

২২ প্রাগুক্ত, পৃ - ২১

২৩ Clegg, S. R. 'Frameworks of Power', Sage Publications Ltd. London, p – 138

২৪ ibid, p-141

২৫ ibid, p-142

২৬ ibid, p-143

২৭ Issac, Jeffrey, Conceptions of Power, in 'Encyclopedia of Government and Politics', edited by Hawkesworth, Mary & Kogan, Maurice, published by Routledge, 1992, p – 64.

২৮ ক্ষমতাকে এখানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশ্লেষণ না করে সমাজের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বিচার করা হয়। পূর্ব থেকে বিদ্যমান কাঠামোগত গঠন ও বাস্তবতা ব্যক্তিকে সে অনুযায়ী কাজে সমর্থ করে বা বাধ্য করে। এই কাঠামোগত গঠনের আদর্শিক মাত্রা থাকতে পারে কিন্তু তা বিশ্বাসের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায় না।

২৯ জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান, মিশেল ফুকোর ক্ষমতা সম্বন্ধে চিন্তা, সূত্রঃ সমাজ নিরীক্ষণ ৫৯, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬, পৃ-২-৭

৩০ ভট্টাচার্য, তপোধীর,(১৯৯৭) মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্ব বিশ্ব,, অমৃত লোক সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা।

৩১ সব ধরনের বিশ্লেষণে ক্ষমতার মাত্রা উন্মোচন করার ক্ষেত্রে উত্তরাধুনিকদের উৎসাহ বেশি। ক্ষমতা কি এ প্রশ্নের চেয়ে বরং ক্ষমতা যে কত অসংখ্য প্রক্রিয়ায় কাজ করে এবং আমরা যে কত অসংখ্য প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার অধীন হয়ে পড়ি তা তারা দেখাতে চান । সমাজে স্বভাবিক হিসাবে প্রশ্নাতীত ভাবে

গৃহীত বা চর্চিত বিষয় সমূহ নিয়ে উত্তরাধুনিকরা প্রশ্ন তোলেন এবং এগুলোকে ক্ষমতার নির্মাণ হিসাবে বিশ্লেষণ করেন। উত্তরাধুনিক তাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন যে ভাষা ও প্রতীক সমূহ হচ্ছে ক্ষমতা চর্চার কেন্দ্রিয় বিষয়। এদের অনেকের মতে বাস্তব একমাত্র ভাষাতেই পাওয়া যায় --- ভাষা ও বচনেই বাস্তবের অস্তিত্ব।

৩২ Clegg, S. R. 'Frameworks of Power', Sage Publications Ltd. London, p-182-3

৩৩ ibid, p - 154

৩৪ ibid, p- 155

৩৫ ibid, p- 153-6

৩৬ ibid, p- 167, 173

৩৭ Scott, James C, (1985), 'Weapons of the Weak, Everyday forms of Peasant Resistance, New Haven: Yale University Press, New Haven and London.

৩৮ গবেষণার তাত্ত্বিক অংশটি লেখক কর্তৃক ১৯৯৬ সালে জাঃ বিঃ নৃবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্বের ডিসার্টেশনে একটি প্রাথমিক স্কুলের শৃঙ্খলা ব্যবস্থা বুঝতে ব্যবহার করা হয়েছিল।

৩৯ Simons, Jon, Foucault and the Political, Routledge, 1995, p-85